যায়যায়দিন

তারিখ 18 JUL 2009
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

ফেঁসে যেতে পারেন দুর্নীতিবাজ অনেক শিক্ষক-কর্মকর্তা

যায়াদি রিপোর্ট

ফেঁসে যেতে পারেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত শিক্ষক-কর্মকর্তারা। বিগত জোট সরকারের আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঢালাওভাবে অনিয়ম, দুর্নীতি ও লুটপাটের সঙ্গে জড়িত শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান প্রশাসন। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সচেতন ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তারা দুর্নীতিবাজ শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বিচারের দাবি করে আসছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. মো. সালেহউদ্দিনকে স্মারকলিপি দেন। জানা গেছে, ২০০১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে এরই মধ্যে বিচারপতি মোজাম্মেল হোসেনকে সদস্য করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি শাবিতেও ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা প্রফেসর ড. ইলিয়াসউদ্দিন বিশ্বাসকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

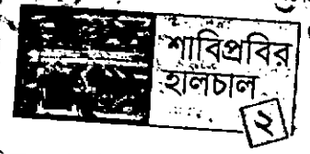

তদন্ত কমিটির সূত্রে জানা গেছে, শাবির সাবেক ভিসি মোসলেহ উদ্দিন ও তার দুর্নীতির সহযোগীরা এবার ফেঁসে যেতে পারেন। সাবেক ওই উপাচার্যের সহযোগিতায় বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষক-কর্মকর্তাদের একটি অংশের একের পর এক অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে শাবির একাডেমিক-প্রশাসনিক-দাপ্তরিক চেইন অফ কমান্ড পুরোপুরি ভেঙে পড়ে বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ আছে,

দুর্নীতিবাজ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

দুর্নীতিবাজ : ফেঁসে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পাসে তার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি খুন, ধর্ষণ, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দলীয়করণ, বিভাজনের ঘটনা ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মোসলেহ উদ্দিন শাবিতে প্রোভিসি হিসেবে যোগ দেন। এরপর বিরোধী শিক্ষকদের যোগসাজশে সুকৌশলে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর শফিকুর রহমানকে অপসারণ করে তিনি ভিসি পদে আসীন হন। এরপর তিনি আর বিরোধী শিক্ষকদের মূল্যায়ন করেননি বরং নিজের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করতে একের পর এক বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন।

জানা গেছে, ক্ষমতার শেষ দিকে মাত্র দেড় বছরে ১৫৫ শিক্ষক, ৫১ কর্মকর্তা ও ১৩৪ কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন, যাদের অধিকাংশের বিরুদ্ধেই রয়েছে দলীয়করণ ও অবৈধ আর্থিক লেনদেনের গুরুতর অভিযোগ। মোসলেহ উদ্দিনের লুটপাটের ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের তদন্ত রিপোর্টে ২০০৬ সালের ১৪ মে রাতে ১৯ লাখ ৪২ হাজার ৮৮২ টাকা মূল্যবানের আসবাবপত্র লুটপাটের প্রমাণ পায়। অভিযোগ আছে, দুর্নীতির সহচররা তদন্ত কাজ বন্ধ রাখতে বর্তমান ভিসিকে চাপ প্রয়োগ করছেন।

এ প্রসঙ্গে যায়যায়দিনের সঙ্গে আলাপকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. সালেহউদ্দিন বলেন, বর্তমান সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির তদন্তে কমিটি গঠনের কথা বলেছেন। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির ওপর কেন তাদের আস্থা নেই এটা তিনি বুঝতে পারছেন না বলে জানান।

শাবির উপাচার্য হিসেবে প্রফেসর ড. মো. সালেহউদ্দিন যোগদানের পর বিগত সময়ের অনিয়ম-দুর্নীতির বিচার চেয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকরা ভিসিকে স্মারকলিপি দেন। এদিকে আবারো বিএনপি-জামায়াতপন্থী ৪৫ শিক্ষক-কর্মকর্তা বর্তমান তদন্ত কমিটিকে একপেশে, পক্ষপাতদুষ্ট ও বিতর্কিত আখ্যা দিয়ে নতুন তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন। তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. ইলিয়াসউদ্দিন বিশ্বাস জানান, বিতর্কিত কয়েক শিক্ষক-কর্মকর্তা পিঠ বাঁচাতে কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তদন্ত কমিটি নিজস্ব গতিতেই তাদের তদন্ত কার্যক্রম চালাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।